প্রথম আলো

তারিখ ... 8 JUL 2017 ...
পৃষ্ঠা ...১০... কলাম ...১...

পাঠ্যবই সংশোধন

বিশেষজ্ঞ কমিটির সুপারিশ যেন বাস্তবায়িত হয়

আমাদের দেশে জনপ্রতিক্রিয়াকে আমলে নেওয়ার উদাহরণ খুব বেশি নেই। সরকারের কোনো কাজের বা সিদ্ধান্তের সমালোচনা করাকে নীতিনির্ধারকেরা বরাবর বাঁকা চোখে দেখেন। সেদিক থেকে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ভুল সিদ্ধান্তে অনড় না থেকে আগামী বছরের পাঠ্যবই সংশোধনের যে উদ্যোগ নিয়েছে, তাকে স্বাগত জানাই।

বৃহস্পতিবার *প্রথম আলোয়* প্রকাশিত খবর থেকে জানা যায়, সমালোচনার মুখে সরকার পাঠ্যবইয়ের ভুল সংশোধনীর উদ্যোগের পাশাপাশি ২০১৭ সালের পাঠ্যবই পর্যালোচনায় যে বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করেছিল, তারা ইতিমধ্যে কাজ শেষ করেছে। বিশেষজ্ঞ কমিটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলেছেন, ২০১৭ সালে পাঠ্যবইয়ে যেসব রচনা বাদ দেওয়া হয়েছে, তাঁরা তা পুনর্বহালের সুপারিশ করেছেন। দেশের খ্যাতিমান লেখক-শিক্ষাবিদেরা শুরু থেকেই এনসিটিবির সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানিয়েছেন। গতকাল উদীচীর বিবৃতিতে সেই দাবিই প্রতিধ্বনিত হয়েছে।

উল্লেখ্য, ধর্মীয় সংগঠন হেফাজতে ইসলাম পাঠ্যবইয়ের যেসব লেখা নিয়ে আপত্তি করেছিল, তার প্রায় সবটাই চলতি বছরের পাঠ্যবইয়ে বাদ দেওয়া হয়। এর মধ্যে কোনো কোনো রচনা বাদ দেওয়া হয়েছে হিন্দু লেখকদের লেখা বলে। লেখার বিচার হয় গুণাগুণের ভিত্তিতে। লেখকের ধর্ম নিয়ে টানাটানির প্রয়োজন ছিল না। তাই প্রত্যাশা থাকবে, সরকার বিশেষজ্ঞ কমিটির সুপারিশ অগ্রাহ্য করবে না এবং চলতি বছরে বাদ দেওয়া লেখাগুলো পুনরায় যুক্ত হবে।

ভবিষ্যতে পাঠ্যবই রচনা ও সম্পাদনার দায়িত্ব দেওয়ার বিষয়ে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডকে (এনসিটিবি) আরও সজাগ থাকতে হবে। পাঠ্যবইয়ের দায়িত্বে যেসব লেখক-সম্পাদকেরা যুক্ত থাকেন, তাঁরা কাজটি ঠিকমতো করছেন কি না, সে ব্যাপারে জবাবদিহি জরুরি। অনেক সময় লেখক-সম্পাদক হিসেবে যাঁদের নাম দেওয়া হয়, তাঁরা ঠিকমতো দায়িত্ব পালন করেন না। আবার অনেক সময় তাঁদের না জানিয়েও পাঠ্যবই সংশোধন করা হয়। দুই বদভ্যাসই ত্যাগ করতে হবে।

পাঠ্যবইয়ের ভাষার বিষয়টিও লক্ষণীয়। অনেক লেখক-সম্পাদক কাজটি করেন দায়সারাভাবে। ফলে শিক্ষার্থীদের কাছে পাঠ্যবই আনন্দদায়ক না হয়ে বিরক্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। সবশেষে বলা যায়, যেসব তথাকথিত শিক্ষা বিশেষজ্ঞ ছাগলকে গাছে ওঠান আর বর্ণপরিচয়ের শুরুতেই শিশুদের ওড়নার গুণাগুণ শেখান, পাঠ্যবইয়ে তাঁদের সম্পৃক্ত না করাই হবে বুদ্ধিমানের কাজ।

অন্যথায় এনসিটিবিকে বারবারই জনগণের কাছে মার্জনা চাইতে হবে।